# হাসু ফকিরের বাঁশি উপাখ্যান

বাংলার থৌলে, রেডিও কিংবা টেলিভিশন স্টেশনে, পথে-প্রান্তরে, নগরের ফুটপাতে, মহানগরীর তলপেটে তাঁর বাঁশি বাজে। শিশুর ফুঁয়ে, বাঁশরিয়ার নিবিড় মুগ্ধতায়– গ্রীষ্মের খরতাপে, সন্ধ্যার আবাহনে– বিরহে ও মিলনে, তাঁর বাঁশি বাজে। কিন্তু তিনি এখন আর নিজে বাজাতে পারেন না। বাঁশির প্রসঙ্গ এলে দু'চোখ বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ে। মাত্র দশ বছর আগেও তার চোখে জল ছিল না, ছিল বাঁশির সুরের তন্ময়তা। নাম তার হাসু মিয়া। বাপ-দাদার দেয়া নাম হাসু ফকির। বয়স? তার নিজেরই অনুমান– '১০৮ হবে'।

ঢাকাস্থ শাহবাগের আজিজ সুপার মার্কেটের নিচতলার জাহানারা কটেজে বাঁশির চালান দিতে এসেছিলেন চার ভাইয়ের মধ্যে তিন ভাই। কটেজের সামনে কয়েক হাজার বাঁশি মেলে ধরে বাক্সবন্দি করছিলেন তিন ভাই মিলে। তখন সন্ধ্যা হবে হবে। শব্দদূষণে বিপর্যস্ত এই নগরীর কোথাও এতটুকু নিস্তব্ধতা নেই। তবু মেজ ভাই খালেক ফকির মেঝেতে বসে বাঁশিগুলো বাক্সবন্দি করতে করতে হঠাৎ আনমনা হয়ে হাজারো বাঁশির মধ্যে যে-বাঁশিটি বিক্রি হওয়ার সম্ভাবনা নেই, সেই মলিন বাঁশিটি হাতে নিয়ে শহরের এই সাতরাজ্যের বিপণি বিতান আর ক্রেতা-বিক্রেতার হট্টগোলের ভিড়ে, ভ্রূক্ষেপহীন এক উদাসী তার বাঁশিতে সুর দিলেন। মুহূর্তেই হতদরিদ্র খালেক ফকিরের বাঁশির সুর পৌঁছে গেল চারপাশে, কারও কারও বুকের নিভৃতিতে। আমিও শুনছিলাম তার বাঁশি। হঠাৎ খালেক ফকিরের চোখে চোখ পড়তেই ছন্দপতন হলো তার। সেই ছন্দপতন থেকেই তার সঙ্গে আমার পরিচয়। তারপর খালেক ফকিরের দেয়া ঠিকানা নিয়ে আমরা কয়েকজন– সাংবাদিক রাজীব নূর, তরুণ কবি শাহেদ কায়েস, চিত্রশিল্পী কমল মিলে এই আষাঢ়ে একদিন পৌঁছে গেলাম হাসু ফকিরের বাড়ি। ময়মনসিংহ থেকে তারাকান্দা। তারাকান্দা থেকে একদল তরুণ কবি এবং অগ্রজ কবি সরকার আজিজ আমাদের সঙ্গী হয়ে চিনিয়ে নিয়ে গেলেন হাসু ফকিরের বাড়ি, নিভৃত নগুয়া পল্লীতে।

নিজের ভাষ্যমতে যার বয়স ১০৮ বছর– এই বয়সের ভারে ন্যুব্জ হাসু ফকিরের সামনে যখন আমরা কতিপয় তরুণ মুখোমুখি দাঁড়ালাম, তখন তার চোখে বিদায়ী বাঁশির সুরের আবেশ। অবয়বজুড়ে দীর্ঘ পথ হাঁটার ক্লান্তি, ঠোঁটের রেখায় বাঁশির সঙ্গে বিরহের স্পষ্ট আভাস। প্রচারবিমুখ এই বিখ্যাত বাঁশরিয়া আবু আলী ফকির ওরফে হাসু মিয়া একদিন শৈশবে বাঁশির সুরে মুগ্ধ হয়ে হাতে নিয়েছিলেন বাঁশের বাঁশরী। সেই থেকে বাঁশি তার মনপ্রাণ, প্রেম-বিরহ কিংবা ছলনাও অনেকখানি। গণমাধ্যমের চৌহদ্দিতে কোনো দিন পা দেননি বলে কিংবা গণমাধ্যমের সাতকুঠির তাল, লয় তার জানা নেই বলে বাংলার মানুষের কাছে তিনি আজও অজ্ঞাত। অথচ তার বাঁশি বাঁজিয়ে কতজন আজ বিখ্যাত সেই হিসাবও নেই তার খাতাতে। ঢাকার শুক্কুর মিয়ার কাছে বাঁশি শিখেছেন হাসু ফকির। ওস্তাদ শুক্কুর মিয়ার নাম মুখে আনতেই দু'চোখ বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ল। এই জল অচেনা বংশীবাদক শুক্কুর মিয়ার প্রতি তারই শিষ্য হাসু ফকিরের শ্রদ্ধার্ঘ্য। কান্নজড়িত কণ্ঠে হাসু ফকির জানালেন তার বাঁশি শেখা ও বাঁশি তৈরির আদিকথা– 'যখন ৭ টাকায় কলিকাতা যাওয়া যাইত, তখন একজনের মারফত শিয়ালকোট থেকে একটি বাঁশি আনি। এইটা ছিল আড়বাঁশি।' হাসু ফকিরের ওস্তাদ শুক্কুর মিয়ারও আগে তার বাঁশিতে হাতেখড়ি হয় গুরু লখিন্দরের হাতে। গুরু লখিন্দরই শিয়ালকোট থেকে তাকে বাঁশি এনে দেন। গুরু লখিন্দরের কথা বলতেই শিশুর সরলতায় হাউমাউ করে কেঁদে ফেললেন তিনি। কারণ গুরু লখিন্দর পাল সাম্প্রদায়িক সহিংসতার কারণে নগুয়ার পিতৃপুরুষের ভিটেমাটি ছেড়ে দেশত্যাগ করেছিলেন সেই সাতচল্লিশে। তারপর বাঁশির টানে ঘরছাড়া হাসু ফকিরের সঙ্গে দেখা হয় ঢাকার কাওরাইটের বংশীবাদক শুক্কুর আলী মিয়ার। তিনিই হাসু ফকিরকে বিভিন্ন রাগসঙ্গীতের তালিম দেন বাঁশিতে। এরপর বাঁশির সঙ্গে প্রায় ৯০ বছর ঘর-সংসার তার। কিন্তু দশ বছর আগে থেকেই হাসু ফকির বাঁশিতে ফুঁ দিতে পারেন না। দম নেই। বাঁশির কথায় তার চোখে কেবলই বিরহের জল গড়িয়ে পড়ে। নিজের চার ছেলে এখন সবাই বাঁশি বাজায়, বাঁশি বানিয়ে জীবিকা নির্বাহ করে। আমাদের সামনেই বড় ছেলে মালেক ফকির যখন একটা রাগ থেকে আরেকটা রাগে সুর তুলছিলেন তখন বাবা হাসু ফকির রাগ-রাগিনী সম্পর্কে অজ্ঞ আমাদের জানিয়ে দিচ্ছিলেন কোনটা কোন্ রাগ এবং রাগগুলোর মর্মকথা। তখন বুঝলাম, তারা শুধু পিতার পরম্পরায়ই বাঁশি বাজান না, বাবার মতো জানেন এর ব্যাকরণও।

বাবা হাসু ফকিরের কাছ থেকে ঐতিহ্যসূত্রে শেখা তার চার ছেলে এখন বাঁশি বানান। এই বাঁশি দেশের পাইকাররা কিনে নেয়। চালান দেয় বিদেশে। আড়বাঁশি, বীণবাঁশি, নাগিনবাঁশি এবং মুখবাঁশি– এই চার রকমের বাঁশি বানাতে পারেন তারা। একদা বাঁশি বাজাতে গিয়ে হাসু ফকির যেসব বাঁশি বানাতেন, আজ সেইসব বাঁশি রপ্তানি হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য এবং জাপানসহ পৃথিবীর অন্যান্য দেশে। কিন্তু বাঁশি তৈরির যারা মূল কারিগর, তাদের ভাগ্যে তেমন কোনো সুখকর প্রভাব পড়েনি এখনো। চোরাইপথে

nvm dwKi I Zvi ¯x

বাঁশি তৈরির মূল সরঞ্জাম বাঁশ আনতে হয় পার্শ্ববর্তী দেশ থেকে। সেখানে আছে নানা হয়রানি। তারপর একটা বাঁশি তৈরি করে পাইকারদের কাছ থেকে যে নামমাত্র মূল্য পাওয়া যায়, তাতে কারিগরদের হাতখরচের পর লভ্যাংশ যা থাকে তাতে নতুন বাঁশি বানানোর আগ্রহই কমে যায়। বাঁশিপ্রতি ৬ টাকা কিংবা কখনো ৭ টাকা হারে দাম পান তারা। যদিও এই বাঁশি রপ্তানি হয় বেশ উচ্চমূল্যে। কোনো কোনো রপ্তানিকারকের মতে, বাংলাদেশ থেকে প্রতি বছর প্রায় ২ লাখ বাঁশি বিদেশে রপ্তানি হয়। রপ্তানিযোগ্য প্রতি বাঁশিতে রপ্তানিকারকরা পান প্রায় ১ ডলার। বিদেশের বাজারে বাঁশির মৌসুম সারা বছর হলেও দেশের বাজারে এর মৌসুম সাধারণত ফাল্গুন, চৈত্র ও বৈশাখ- এই তিন মাস। বাংলার থৌল কিংবা উৎসবজনিত মেলায় এসব বাঁশি বিক্রি হয়।

নগুয়া গ্রামে বাঁশি তৈরির এই দীর্ঘদিনের ঐতিহ্য টিকে আছে হাসু ফকিরের উত্তরসূরিদের হাতে। চার পুত্রসন্তানের পরিবারে ছেলেবুড়ো সবাই বাঁশি বানাতে পটু। কিন্তু তাদের জীবন যাপনের এই বাস্তবতার কোনো পরিবর্তন নেই। নগুয়ার বাঁশি দেশ ছাড়িয়ে বিদেশে পৌঁছে গেলেও, হাসু ফকিরের খবর পৌঁছায় না তার গ্রামেরই প্রান্তে! হাসু ফকির হয়তো দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়তে লড়তে খুব শীঘ্রই পৌঁছে যাবেন জীবনের বিরাম চিহ্নে। কিন্তু তার বাঁশির সুর থেকে যাবে ইথারে, বংশীবাদকের সুর-লহরীতে। তবুও জীবন কি ফিরবে না জীবনের নিভৃত সত্যের কাছে?

ছবি ও লেখা : **আলফ্রেড খোকন**

# ATN BANGLA ৯ বছরে

'এটিএন বাংলা অবিরাম বাংলার মুখ' স্লোগান নিয়ে যাত্রা শুরু করেছিল ১৯৯৭ সালের ১৫ জুলাই। এরই মধ্যে নানা চড়াই উৎরাই পেরিয়ে এটিএন বাংলা জায়গা করে নিয়েছে দর্শকের হৃদয়ে। দেখতে দেখতে স্যাটেলাইট টিভি স্টেশনটি পাড়ি দিতে যাচ্ছে ৮টি বছর। ৮ বছর পাড়ি দিয়ে ৯ বছরে পা রাখবে ১৫ জুলাই। ১৫ জুলাই বর্ষপূর্তি উপলক্ষে এটিএন বাংলা আয়োজন করেছে নানা অনুষ্ঠানমালার।

বর্ষপূর্তি উপলক্ষে আয়োজিত নানা আয়োজনের মধ্যে রয়েছে ১৪ জুলাই রাত ৮টায় 'লাইভ ব্যান্ড শো'। তাশিক আহমেদ ও ফখরুল আবেদীনের যৌথ তত্ত্বাবধানে এবং তাপসের পরিচালনায় ব্যান্ড শো কাওরান বাজারস্থ ওয়াসা ভবনের সামনে চলবে মধ্যরাত পর্যন্ত। যা জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত। ১৪ জুলাইয়ের নানা আয়োজনের পাশাপাশি বিশেষ আকর্ষণ রয়েছে এটিএন বাংলার ১৫ জুলাইয়ের অনুষ্ঠানমালার। এদিন সকাল ৬টা ৩০ মিনিটে দেখানো হবে মুকাদ্দেম বাবু ও রাসেল মাহমুদের যৌথ প্রযোজনায় বিশেষ প্রভাতী অনুষ্ঠান 'দিন শুরু হোক এটিএন দিয়ে'। সকাল ৮টা ৪৫ মিনিটে দেখানো হবে তাশিক আহমেদের পরিচালনায় আড্ডার অনুষ্ঠান। সকাল ৯টা ১০ মিনিটে দেখানো হবে ফখরুল আবেদীনের পরিচালনায় এবং সুবীর নন্দী, ফাতেমা তুজ জোহুরা, সুলতানা চৌধুরী, লিলি ইসলাম ও মেহেরীনের পরিবেশনায় সঙ্গীতানুষ্ঠান। প্রদীপ ভট্টাচার্য্যের পরিচালনায় 'এটিএন বাংলার ওপর তথ্যচিত্র' দেখানো হবে সকাল ১১টা ৫ মিনিটে। সকাল ১১টা ৩০ মিনিটে দেখানো হবে ফাহমিদা ওয়াদুদ চৈতীর

*এটিএন বাংলার চেয়ারম্যান মাহফুজুর রহমান*

## 'শিল্পী সংকটের কারণ প্রতিভাকে লালন করা হচ্ছে না'

নওয়াজীশ আলী খান
*অনুষ্ঠান প্রধান, এটিএন বাংলা*

***২০০০ : নতুন বছরে অনুষ্ঠান নিয়ে আপনাদের কোনো পরিকল্পনা আছে কী?***

**নওয়াজীশ আলী খান :** নতুন বছরে দর্শকদের জন্য নতুন অনুষ্ঠানের পরিকল্পনা নিয়েছি। তবে আমরা গ্রামে-গঞ্জে, দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা প্রতিভাবানদের তুলে ধরার প্রয়াসে একটি বড় ধরনের অনুষ্ঠানের পরিকল্পনা নিয়েছি। এমনকি তা বাস্তবায়নও শুরু করেছি। এটি হলো 'এটিএন তারকা তারকাদের তারকা' অনুষ্ঠানটি। আমরা সারাদেশকে ১৭টি অঞ্চলে ভাগ করে কাজ শুরু করেছি। রাজশাহী অঞ্চলের বাছাইকৃত শিল্পীদের নিয়ে নির্মিত অনুষ্ঠান প্রচারও শুরু করেছি ৪ ও ৫ জুলাই। আমরা সঙ্গীত ও অভিনয়ে দুটি ক্ষেত্রে প্রতিভার সন্ধান করেছি। আমাদের এই পরিকল্পনা যে একেবারেই নতুন, তা বলব না। বাংলাদেশ টেলিভিশন কিন্তু নতুন কুঁড়ির মাধ্যমে প্রতিভার অন্বেষণ শুরু করেছিল বাচ্চাদের নিয়ে। আর আমাদের এই আয়োজন ১৬ বছর থেকে শুরু করে পেশাদার শিল্পী ছাড়া যে কেউ অংশ নিতে পারছেন। আমরা মনে করি শিল্পীর অভাব নেই, কিন্তু এ কথাটি আমার দীর্ঘ দিন মিডিয়ার সঙ্গে সম্পৃক্ত জীবনে সত্যতার প্রমাণ পাইনি। সবচেয়ে বেশি শিল্পী সংকট অভিনয়ে। আমাদের চলচ্চিত্র ও নাটকের দিকে তাকালেইএটা পরিষ্কার বোঝা যাবে। ঘুরেফিরে কিন্তু হাতে গোনা পাঁচ-সাতজন। সঙ্গীতের ক্ষেত্রেও কিন্তু তাই। কোটি কোটি মানুষের দেশে হাতে গোনা কয়েকজন শিল্পী এটা হতাশার কথা। শিল্পী সংকটের মূল কারণ প্রতিভাকে লালন করা হচ্ছে না। টিভি চ্যানেলগুলো শিল্পীকে প্রমোট করতে পারে কিন্তু লালন করতে পারে না। এসব সমস্যার কারণেই এটিএন বাংলা প্রতিভার সন্ধানে পদক্ষেপ নিয়েছে।

***২০০০ : অন্যরাও তো প্রতিভার সন্ধ্যানে এ ধরনের উদ্যোগ নিয়েছেন। তাহলে আপনাদের অনুষ্ঠানে ভিন্নতা থাকছে কিভাবে?***

**নওয়াজীশ আলী খান :** আমাদের অনুষ্ঠানের ভিন্নতা হলো প্রোডাক্ট ব্যাসেস নয়। প্রোডাক্টের জন্য নয়।কোনো কোনো কোম্পানি তাদের প্রোডাক্টকে প্রমোট করার জন্য তারকার খোঁজ করছেন। কিন্তু আমাদের বিশুদ্ধ শিল্পী বাছাই করা এবং শিল্পী সংকট নিরসনের পথ উৎরিয়ে প্রোডাক্টকে দেয়াই আমাদের মূল উদ্দেশ্য। বিজ্ঞাপন কিন্তু আমাদের উদ্দেশ্য নয়- যার জন্য বলতে পারেন আমাদের এটি মহতি উদ্যোগ।

***২০০০ : একটু অন্য প্রসঙ্গে যাই। আপনাদের হাত দিয়েই এ দেশে ইলেকট্রনিক মিডিয়া জনপ্রিয়তা পেয়েছে। বর্তমানে যেভাবে টিভি চ্যানেল আসছে এতে অনুষ্ঠানের মান কতটুকু অক্ষুন্ন থাকবে?***

**নওয়াজীশ আলী খান :** অনুষ্ঠানের মান খুব ভালো হওয়াটা কঠিন হবে। কারণ ভালো অনুষ্ঠানের জন্য ভালো শিল্পী, লেখক, নির্মাতা প্রয়োজন। আমাদের এখানে তো পর্যাপ্ত পরিমাণে এসব নেই। একজন শিল্পী যদি পাঁচটি চ্যানেলে নাটক করেন তবে কেমন করে অভিনয় মান ধরে রাখবেন? ভালো লেখার জন্য সময় প্রয়োজন, এটিও পাচ্ছেন না লেখকেরা। তাহলে ভালো কিছু কিভাবে সম্ভব। এখন মিডিয়া চলছে ফ্যাক্টরির মতো। ফ্যাক্টরিতে যেমন হাজার হাজার গজ কাপড় বেরিয়ে যাচ্ছে তেমনটি হচ্ছে আমাদের সংস্কৃতির ক্ষেত্রে।

শিল্প যখন বাণিজ্য হয়ে যায় তখন তো শিল্পের মান থাকে না। এখন নতুন যারা আসছে তারা ভালো করছে যারজন্য তাদের প্রাধান্য দিতে হবে ভালো কিছু করার জন্য।

পরিচালনায় 'আমরা করব জয়'-এর বিশেষ পর্ব। আকান উল্লাহ হারুনীর পরিচালনার ইসলামী অনুষ্ঠান দেখানো হবে দুপুর ১২টা ১৫ মিনিটে। মুকাদ্দেম বাবুর পরিচালনায় বাউল সঙ্গীতের অনুষ্ঠান 'গানের কথা প্রাণের কথা' দেখানো হবে দুপুর ২টা ৩০ মিনিটে। অনুষ্ঠানটিতে গান পরিবেশন করবেন বারী সিদ্দিকী, কালা মিয়া, চন্দনা মজুমদার, কুদ্দুস বয়াতী। বিকাল ৩টা ১৫ মিনিটে এনায়েত করিম বাবলুর পরিচালনায় দেখানো হবে টেলিফিল্ম 'অভিবাসী'। টেলিফিল্মটিতে অভিনয় করেছেন-লুৎফুন্নাহার লতা, শাহীন খান, জামাল উদ্দিন প্রমুখ। হুমায়ূন আহমেদের নাটক 'তৃষ্ণা' দেখানো হবে বিকাল ৫টা ১০ মিনিটে। নাটকটিতে অভিনয় করেছেন-মাহফুজ আহমেদ, মোনালিসা, জয়ন্ত চট্টোপাধ্যায়, স্বাধীন প্রমুখ। সন্ধ্যা ৬টা ২০ মিনিটে দেখানো হবে এটিএন বাংলার সংবাদ।

বিভাগের বিশেষ অনুষ্ঠান 'বার্তা কক্ষ প্রতিদিন' কাওসার মাহমুদ ও নাবিলা রহমানের উপস্থাপনায় অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেছেন রেজাউর রহমান ও তৌফিক শান্ত। সন্ধ্যা ৭টা ৪৫ মিনিটে শেরাটন হোটেল থেকে সরাসরি সম্প্রচার করা হবে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান সরাসরি অনুষ্ঠানের মধ্যে থাকবে পালা গান, ব্যান্ড সঙ্গীত, দেশাত্মক বোধক গান, নৃত্য ছাড়াও থাকবে অন্যান্য আয়োজন। রাত ১০টা ৪০ মিনিটে দেখানো হবে প্রামাণ্য অনুষ্ঠান দেশে-বিদেশে এটিএন বাংলা।

## 'অনুষ্ঠান আরো ভালো করারও চেষ্টা করছি'

**তাশিক আহমেদ**

*সহকারী ভাইস প্রেসিডেন্ট, এটিএন বাংলা*

***২০০০ : এতোটা পথ অতিক্রম করে এসে নিজের মূল্যায়ন কিভাবে করবেন?***

**তাশিক আহমেদ :** আমি শুরু থেকেই এটিএন বাংলার সঙ্গে ছিলাম। আছি এবং থাকবো এটাই বড় কথা। শুরুতে নানা প্রতিকূলতা পেরিয়ে আজকে আমরা দর্শকের কাছে পৌঁছাতে পেরেছি। বিশেষ করে আমাদের সংবাদ। এমনকি অনুষ্ঠানও ভালো নির্মাণ করছি। তবে আরো ভালো করারও চেষ্টা করছি।

***২০০০: আপনার তো অনেক অনুষ্ঠানই নিয়মিত প্রচার হচ্ছে। আপনার অনুষ্ঠান সম্পর্কে বলুন?***

**তাশিক আহমেদ :** আমি এখন 'কথামালা', 'নারী' এই দুটি অনুষ্ঠান নিয়মিত করছি। এছাড়াও অন্যান্য অনুষ্ঠান করছি। এ ধরনের অনুষ্ঠানের শুরুটা কিন্তু আমরাই প্রথম করেছিলাম টিভি চ্যানেলে। এখন ভালো লাগে, অন্য চ্যানেলগুলোও কিন্তু এ ধরনের অনুষ্ঠান করছে। আমি মিডিয়াতে যা কিছু ভালো করেছি তার পেছনের শক্তি চেয়ারম্যান স্যার মাহফুজুর রহমান। আমি মিডিয়ায় তার হাত ধরেই এসেছি। তার সহযোগিতায় মিডিয়াতে ভালো কিছু করা। আমরা আগামীতে আরো ভালো কিছু অনুষ্ঠান করতে চাই।

i"ûj Zvcm

## এ সপ্তাহের ঢাকা

- **নাটমন্ডল** : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নাট্যকলা ও সঙ্গীত বিভাগের নাট্যকলা বিষয়ের স্নাতক (শেষ বর্ষ) শিক্ষার্থীদের নির্দেশনা ও প্রযোজনায় নাটমন্ডল মিলনায়তনে মঞ্চস্থ হবে।

**নাটমন্ডলে যেসব নাটক দেখানো হবে**

| তারিখ ও সময় | নাটক | রচনা | নির্দেশনা |
|---|---|---|---|
| ১৪ জুলাই সন্ধ্যা ৭টা | নো এক্সিট | জ্যাঁ প্যল সার্ত্র অনুবাদ: সাঈদ আহমদ মুস্তাফিজুর রহমান | সামস-উন-নাহার |
| রাত ৮টা | ডেথ নক্স | উডি এ্যালেন অনুবাদ: কাজী মোস্তাইন বিল্লাহ | ফারহানা মুনমুন |
| ১৫ জুলাই সন্ধ্যা ৭টা | প্লে | সামুয়েল বেকেট অনুবাদ: কবীর চৌধুরী | মার্জিয়া রহমান তিথি |
| ১৫ জুলাই রাত ৮টা | ডি ডার্ক লেডি অব দ্য সানট্স্ | জজ বার্নার্ড শ অনুবাদ: কবীর চৌধুরী | নায়ার সুলতান এ্যানি |
| ১৬ জুলাই সন্ধ্যা ৭টা | চোখ | লর্ড ডানসেনি অনুবাদ: কবীর চৌধুরী | মেহনাজ শারমিন |
| ,, রাত ৮টা | প্রপোজাল | আন্তন চেখভ অনুবাদ : মোবারক হোসেন খান | তাসমী তামান্না |
| ১৭ জুলাই সন্ধ্যা ৭টা | নক্ষত্রদের অনির্ধারিত সংলাপ | আবুল বাশার ও জিয়াউল হক ভুঁইয়া | আবুল বাশার ও জিয়াউল হক ভুঁইয়া |

- **এশীয় শিল্প ও সংস্কৃতি সভা :** এশীয় শিল্প ও সংস্কৃতি সভা আয়োজন করতে যাচ্ছে 'এশীয় শিল্প ও সংস্কৃতি সভার ১১ কোর্স'। কোর্সে সমাজ বিজ্ঞান বিভাগে মনোবিশ্লেষণ পর্যালোচনা : ফ্রয়েড ও লাকাঁর চার মৌলবাদ, গ্রামসির 'ফারাখাতা' পরিচয় : পুঁজি, রাষ্ট্র এবং সমাজসভা, পিআরএসপি পর্যালোচনা: আন্তর্জাতিক পুঁজির যুগে জাতীয় অর্থনীতি, বাংলার মুসলমানের ইতিহাস এসব বিষয়ে আলোচনা করবেন ড. সলিমুল্লাহ খান, অধ্যাপক নূরুল ইসলাম মঞ্জুর, শহিদুর রহমান, ডা. জহিরুল ইসলাম কচি। শিল্প সাহিত্য বিভাগে চলচ্চিত্র তত্ত্ব ও সমালোচনার ভূমিকা, বিশ্ব পুরাণ পরিচয়, চিত্রকলা সমঝদারি কোর্স, সঙ্গীতকলা সমঝদারি কোর্স নিয়ে আলোচনা করবেন ড. করুণাময় গোস্বামী, ড. সলিমুল্লাহ খান, শিশির ভট্টাচার্য, মঈনুদ্দিন খালেদ, সাব্বির চৌধুরী প্রমুখ। ভাষা বিভাগে ভাষা শিক্ষা: আরবি, ভাষা শিক্ষা: সংস্কৃতি, ভাষা শিক্ষা: সুইডিশ নিয়ে আলোচনা করবেন ড. চিন্ময় হাওলাদার, ড. সলিমুল্লাহ খান, ফয়সাল বিন খালিদ। আগ্রহীরা রেজিস্ট্রেশন করতে পারেন ১৩ জুলাই বুধবারের মধ্যে বাড়ি ৭৭, সড়ক ১১/এ ধানমন্ডি। ফোন : ০১৭৮৫৬১৩৩৬, ০১৮৯২৯৬৭৮৭।
- **জাহাঙ্গীরনগর ফিল্ম সোসাইটি :** জাহাঙ্গীরনগর ফিল্ম সোসাইটি ইউরোপিয়ান ফিল্ম সেশনে আয়োজন করেছে জার্মান কালচার সেন্টারে দুদিনব্যাপী ছবি প্রদর্শনীর। প্রদর্শনীতে দেখানো হবে ১৩ জুলাই বিকাল ৩টা ৩০ মিনিটে 'কিচেন স্টোরিস' এবং বিকাল ৫টা ৩০ মিনিটে 'ইলেট্রা মাই লাভ'।
- **শিল্পকলা একাডেমী:** শিল্পকলা একাডেমীর এক্সপেরিমেন্টাল হলে ১৩ জুলাই সন্ধ্যায় মঞ্চায়ন করা হবে অন্তরঙ্গ থিয়েটারের নাটক 'বিবাহ ক্যারিকেচার'।